গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সংসদ ও সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mos.gov.bd

বিষয়ঃ জুন ২০১৮ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	মোঃ আবদুস সামাদ সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
তারিখ	ঃ	১৫-০৭-২০১৮ খ্রিঃ
সময়	ঃ	সকাল ১০.৩০ ঘটিকা।
স্থান	ঃ	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-ক।

আলোচনা ঃ

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব (সংসদ ও সমন্বয়) গত ১৫-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধান এবং মন্ত্রণালয়ের উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত কর্মকর্তাগণ সভায় তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক্রঃ নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১.	জাতীয় শোক দিবস পালন	ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকীতে যথাযথ মর্যাদা এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে জাতীয় শোক দিবস পালনের প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। খ) ১৫ই আগস্ট জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অপর্ণ করতে হবে। তাছাড়া মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের স্থানীয় কর্মসূচীতে অংশ নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। গ) টুঙ্গীপাড়ায় অনুষ্ঠেয় কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত অতিথি, নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের গোপালগঞ্জ জেলায় যাওয়ার জন্য শিমুলিয়া-কাঠালবাড়ি এবং পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ঘাটে পর্যাপ্ত সংখ্যক ফেরী রাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে।	১। ১৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখ বুধবার নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল দপ্তর সংস্থা ও এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান ও ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে; ২। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর প্রাঙ্গনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে ব্যানারসহ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ১৫ আগস্ট সকাল ৭.০০ টার মধ্যে কলাবাগান মাঠের সামনের রাস্তায় সমবেত হবেন। মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন উইং ফুলের তোড়া এবং ব্যানারসহ এ সংক্রান্ত সার্বিক প্রস্তুতি নিশ্চিত করবে; ৩। ঢাকাস্থ দপ্তর/সংস্থার প্রধান ও প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ দপ্তর সংস্থার পক্ষ হতে ব্যানারসহ উপস্থিত হয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন; ৪। আগামী ১৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখ বেলা ১০.০০ টায় বিআইডব্লিউটিসি তে অনুষ্ঠিতব্য আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে মন্ত্রণালয় ও ঢাকাস্থ সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধানসহ

			কর্মকর্তা/কর্মচারীগন উপস্থিত থাকবেন; ৫। ঢাকার বাইরে সকল দপ্তর/সংস্থা নিজ নিজ কার্যালয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীর উপর ভিত্তি করে ডকুমেন্টরী প্রদর্শন ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করবে; ৬। বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত দপ্তর/সংস্থার অফিস সমূহে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে জাতীয় শোক দিবস পালনের জন্য জাতীয় কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে আলাদাভাবে আলোচনা ও দোয়ার কর্মসূচি নিবেন; ৭। জেলা ও উপজেলায় আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে সরকারি কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দপ্তর/সংস্থা সমূহ সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে এবং মনিটরিং করবে; ৮। আগামী আগস্ট ২০১৮ মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রস্তাবিত বিষয়ে একটি ফলো-আপ সভার আয়োজন করতে হবে। ৯। টুঙ্গীপাড়ায় অনুষ্ঠেয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত অতিথি, নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের গোপালগঞ্জ জেলায় যাওয়ার জন্য বিআইডব্লিউটিসি'র পক্ষ হতে শিমুলিয়া-কাঠালবাড়ি ও পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ঘাটে পর্যাপ্ত সংখ্যক ফেরী রাখতে হবে এবং মনিটরিং টীম গঠন করবেন।
২.	অনিষ্পন্ন বিষয়াদি	<u>(১) বিআইডব্লিউটিএ ঃ</u> <u>(ক) চাঁদপুর নদী বন্দরের ফোরশোর সীমানা নির্ধারণ ও জমি হস্তান্তর</u> চাঁদপুর নদী বন্দরের কতটুকু তীরভূমি বিআইডব্লিউটিএ'র নিকট হস্তান্তরের প্রয়োজন হবে এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (টিএ) এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। প্রতিবেদনে ৮৫.২৬৫৪ একর তীরভূমি বিআইডব্লিউটিএ'র নিকট হস্তান্তরের সুপারিশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ২০-০৭-২০১৭ তারিখে জেলা প্রশাসক, চাঁদপুরকে অনুরোধ জানানো হয় এবং গত ০৪-০৯-২০১৭ ও ২৯-১০-২০১৭ এবং ০৪-০১-২০১৮ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। <u>(খ) কক্সবাজার নদী বন্দরের তীরভূমি বিআইডব্লিউটিএ-এর নিকট হস্তান্তর</u> এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১২-০৭-২০১৭ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ২৭-০৭-২০১৭ তারিখে	(ক) এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এবং বিআইডব্লিউটিএ হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন এবং সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) যুগ্মসচিব (টিএ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এর সাথে যোগাযোগ রেখে বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিআইডব্লিউটিএ-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণও বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন।

		ভূমি মন্ত্রণালয়, বিআইডব্লিউটিএ এবং জেলা প্রশাসক, কক্সবাজারকে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সর্বশেষ ০৪-০১-২০১৮ তারিখে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়েছে।	
		(২) বিআইডব্লিউটিসি ঃ	
		(ক) বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক পরিচালিত ফেরিগুলোতে বাড়তি জ্বালানী খরচ বাবদ ০৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় শিরোনামে প্রকাশিত দৈনিক যুগান্তরের সংবাদের প্রেক্ষিতে তদন্তকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক ফেরিতে ০৮ মাসে "বাড়তি জ্বালানী খরচ সাড়ে ০৬ (ছয়) কোটি টাকা শিরোনামে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায়" গত ১১.০৭.২০১১ তারিখে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৪-০৪-২০১২ তারিখে গঠিত কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিআইডব্লিউটিসিকে অনুরোধ করা হয় এবং চারবার তাগিদ দেয়া হয়। ০২-০৩-২০১৭ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। বিআইডব্লিউটিসি'র জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় মন্ত্রণালয় হতে ২৮-০৩-২০১৭ তারিখে জনাব মোঃ রেজাউল করিম, যুগ্ম-সচিব কে আহবায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন না পাওয়ায় কমিটির আহবায়ককে একটি পূণাঙ্গ রিপোর্ট দাখিলের জন্য গত ২১-০৯-২০১৭ও ৩১-০১-২০১৮ তারিখে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, জনাব মোঃ রেজাউল করিম, যুগ্ম-সচিব বর্তমানে এন.ডি.সি প্রশিক্ষণ কোর্সে থাকায় গত ০৭-০৩-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় জনাব অনল চন্দ্র দাস যুগ্মসচিব-কে আহবায়ক করে তদন্ত কমিটি পুন:গঠন করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন এখনো পাওয়া যায়নি । তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	(ক) অতিরিক্ত তেল খরচের এ ধরণের বিষয়গুলো কঠোরভাবে মোকাবেলা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। জ্বালানী ব্যবহারে নজরদারি এবং স্বচ্ছতা নিয়ে আসতে হবে। গোয়ালন্দ, পাটুরিয়া ও দৌলতদিয়া ঘাট এর দিকে নজরদারিতা বাড়াতে হবে। এ সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন জরুরীভিত্তিতে দাখিল করতে হবে।
		খ) **সদরঘাট হতে সেন্টমার্টিন রুটে পর্যটকদের সেবায় সি-ক্রুজ চালুর উদ্যোগ গ্রহণঃ** বিআইডব্লিউটিসি'র নির্মাণাধীন ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণের পর ঢাকা-সেন্টমার্টিন, খুলনা-সেন্টমার্টিন, চট্টগ্রাম-সেন্টমার্টিন, বরিশাল-সেন্টমার্টিন রুটগুলো সমীক্ষা সাপেক্ষে চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।	(খ) বিআইডব্লিউটিসি আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ঢাকা-সেন্টমার্টিন, খুলনা-সেন্টমার্টিন, বরিশাল-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন রুটে সি-ক্রুজ বা পর্যটন আর্কষণ জাহাজ চালুর বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে বিআইডব্লিউটিসি ও নৌপরিবহন অধিদপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
		গ) বিআইডব্লিউটিসি'র অস্থায়ী প্রধান কার্যালয়ের সড়ক প্রান্তে মেগা মনিটর ডিসপ্লে স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।	গ) বিআইডব্লিউটিসির অস্থায়ী প্রধান কার্যালয়ের সড়ক প্রান্তে মেঘা মনিটর ডিসপ্লে স্থাপন করে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও বিআইডব্লিউটিসির সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রম প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
		(৩) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ (মোবক)	
		(ক) মোবক কর্তৃক পরিচালিত হাসপাতালের কর্মরত নার্সদের ২য় শ্রেণিতে উন্নীতকরণ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের হতে মোবকের সিনিয়র	(ক) মোবক হতে জবাব পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নিতে হবে।

		স্টাফ নার্সদের শ্রেণির পরিবর্তে গ্রেড উন্নীতকরণসহ বেতনস্কেল উন্নীতকরণের জন্য নতুনভাবে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ২৯-০৫-২০১৮ তারিখে মোবককে পত্র দেয়া হয়েছে। এখনো জবাব পাওয়া যায়নি।	
		(খ) মোবকের সকল কর্মকর্তাগণকে বন্দর এলাকায় স্বপরিবারে বসবাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মোংলা এলাকায় ১০ (দশ) তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ মবকের কতিপয় কর্মকর্তা মবকের বন্দর এলাকায় স্বপরিবারে বাসা স্থানান্তর করেছেন। মোংলাতে ১০ (দশ) তলা আবাসিক ভবন নির্মানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ভবনগুলো নির্মিত হলে অবশিষ্ট কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে মবক এলাকায় বসবাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	(খ) মোংলা এলাকায় ১০(দশ) তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও, সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে মোবক এলাকায় বসবাসের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) এ বিষয়ে আগামী সভার পূর্বে অগ্রগতি প্রদান করতে হবে।
		(৪) বিএসসি (বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন)	
		(ক) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে মহাব্যবস্থাপক পদ বিলুপ্তকরে DPA (Designated Person Ashore) পদ সৃজন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৪-২-২০১৫ তারিখের সম্মতিপত্র এবং অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান অধিশাখা-১ এর সম্মতিপত্রের শর্ত মোতাবেক DPA (Designated Person Ashore) পদ সৃজনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগে ভেটিং এর জন্য ২০-১২-২০১৬ তারিখে প্রেরণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে মহাব্যবস্থাপক পদের বেতনস্কেল ভেটিং সংক্রান্ত পত্রের কপি বিএসসিতে সংরক্ষিত না থাকায় বিগত ১৯৮৫ থেকে ২০১৫ সালের বেতনস্কেল অনুসারে DPA পদের বেতনস্কেল ভেটিং এর বিষয়টি বিবেচনার জন্য ০৭-০৩-২০১৮ তারিখে পুনরায় অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য অর্থ বিভাগের সাথে বিএসসি এবং সংশ্লিষ্ট শাখা নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে।
		(খ) বিএসসি এর নিজস্ব চাকুরী প্রবিধানমালা তৈরী: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মডেল চাকুরী প্রবিধানমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিএসসি কর্তৃক প্রণীত চাকুরী প্রবিধানমালার খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা) কে আহবায়ক করে ২৯-০১-২০১৮ তারিখে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রবিধানমালার তফসিলে আরও কিছু সংশোধন/সংযোজন করা প্রয়োজন মর্মে কমিটির ৪র্থ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তফসিল সংশোধন করে দ্রুত প্রতিবেদন দেয়া হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।	(খ) মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা ও বিএসসি এর সংশ্লিষ্টগণ দ্রুত প্রবিধানমালা তৈরির নিমিত্ত আগামী সভার পূর্বে ব্যবাস্থা নিতে হবে।
		(৫) নৌপরিবহন অধিদপ্তর ঃ	
		(ক) নৌপরিবহন অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়ে তদন্তকরণ: প্রধান প্রকৌশলী বিরুদ্ধে দুর্ণীতির তদন্তের জন্য	(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত তদন্ত কর্মকর্তা যুগ্মসচিব (প্রশাসন) দ্রুত প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

		গত ২২/০৪/২০১৮ তারিখে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) কে আহ্বায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদন এখনো পাওয়া যায়নি।	
		<u>(খ) মার্চেন্ট শিপিং এর জন্য ৫৭২ টি পদ সৃজন</u> এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ২৩/০১/২০১৭ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে তারা পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদিসহ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করে। নৌপরিবহন অধিদপ্তর হতে টেলিফোনে জানানো হয়েছে যে, প্রস্তাবটি শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে।	(খ) অধিদপ্তর হয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব দ্রুততার সাথে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা প্রয়োজনীয় গ্রহণ করবেন।
		<u>(৬) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ঃ</u>	
		<u>(ক) চট্টগ্রাম বন্দর কলেজ ও চট্টগ্রাম বন্দর মহিলা কলেজের জন্য ৬৮ টি পদ সৃজন</u> ১৫-০৪-২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে পদ সৃজনের সম্মতি পাওয়া গেছে। চট্টগ্রাম বন্দর স্কুলে পদ সৃজনের বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে ১৬-৭-২০১৭ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নি। পুনরায় ০৫-০৩-২০১৮ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে সচিব কিমিটিতে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হবে।	(ক) সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তর অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে।
		(খ) <u>বন্দর এলাকায় বর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পরিচালনার জন্য পদ সৃজন</u> প্রস্তাবটি ১৪-১২-২০১৭ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিতা অনুযায়ী কয়েকটি বিষয়ে (বিদ্যমান নিয়োবিধি, প্রস্তাবিত খসড়া নিয়োগবিধি, এনাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত পূর্ণাঙ্গ সাংগঠনিক কাঠামো ইত্যাদি) তথ্য চেয়ে ০৫-০২-২০১৮ তারিখে চবকে পত্র দেয়া হয়েছে। চবকের তথ্যাদি শাখায় পাওয়া গেছে এবং নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।	(খ) তথ্যাদি দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
		(গ) <u>ঢাকাস্থ আইসিডির ১৩টি পদের মেয়াদ সংরক্ষণ:</u> ঢাকাস্থ আইসিডির ১৩টি পদের মেয়াদ ০১-০৬-২০১৭ হতে ৩১-০৫-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত নিয়মিত সংরক্ষণের বিষয়ে অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান শাখা-১ হতে প্রেরিত ১১-০৬-২০১৮ তারিখের সম্মতিপত্র ২০-৬-২০১৮ তারিখে শাখায় পাওয়া গেছে। জিও জারিপূর্বক পৃষ্ঠাম্কনের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অধিশাখা-১ এ ০৪-০৭-২০১৮ তারিখ প্রেরণ করা হয়েছে।	(গ) এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/শাখা সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে দ্রুত নিস্পত্তি করতে হবে।
		<u>(ঘ) চবক হাসপাতালের ৫৯ টি প্রয়োজনীয় পদ সৃজন</u> জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২১-০৫-২০১৮ তারিখের পত্র মোতাবেক কতিপয় তথ্যাদি ও পদ সৃজনের চেকলিস্ট মোতাবেক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য ৪-৬-২০১৮ তারিখের পত্রে	(ঘ) হাসপাতালের ৫৯ টি প্রয়োজনীয় পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে চাহিদা অনুযায়ী প্রস্তাব সংশোধন করে দ্রুত প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয় এবং সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/শাখা সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

		চেয়ারম্যান, চবককে অনুরোধ করা হয়েছে। চবকের তথ্যাদি পাওয়া গেছে এবং নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। (ঙ) <u>চবক এর অপারেশনাল কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রধান প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) এর পদ সৃজন</u> জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি শাখার চেকলিষ্ট মোতাবেক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য ১৭-৫-২০১৮ তারিখ প্রস্তাবটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ফেরত পাঠিয়েছে। চেকলিস্ট মোতাবেক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য ৪-৬-২০১৮ তারিখের পত্রে চেয়ারম্যান, চবককে অনুরোধ করা হয়েছে।	(ঙ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত পত্রের আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সংশোধিত প্রস্তাব দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।
৩.	শূন্য পদে জনবল নিয়োগ প্রসঙ্গে ঃ	প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে ২৮ মে ২০১৮ এ সংক্রান্ত সভার সর্বশেষ সিদ্ধান্তের আলোকে মন্ত্রণালয়সহ এর অধীন সকল দপ্তর/সংস্থায় বিদ্যমান শূন্য পদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় এবং উক্ত পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য গৃহীত কার্যক্রম মন্ত্রণালয়কে নিয়মিত অবহিত করতে হবে। সর্বশেষ জারিকৃত নিয়োগ বিধি, কোটা বিভাজন যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত কতে হবে। সেপ্টেম্বর, ২০১৮ মধ্যে নিয়োগ কার্যক্রম শেষ করতে হবে।	১। মন্ত্রণালয়সহ এর অধীন সকল দপ্তর/ সংস্থায় বিদ্যমান শূন্য পদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য গৃহীত কার্যক্রম মন্ত্রণালয়কে নিয়মিত অবহিত করতে হবে। সকল ধরণের নিয়োগ বিধি, কোটা বিভাজনের যথাযথ নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। ২। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের ১১৯ নং স্মারকে ২৮/০৫/২০১৮ তরিখের মহাপরিচালক-৩ মহোদয়ের সভাপতিত্বে শূন্য পদের সভায় নির্দেশনা যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
৪.	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ প্রসঙ্গে ঃ	এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রেরিত অগ্রগতি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১। দপ্তর/সংস্থার মাসিক ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণির অডিট আপত্তির বিস্তারিত তালিকা এবং নিষ্পত্তিকৃত তালিকা সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবে। যত দ্রুত সম্ভব অডিট আপত্তিগুলো নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত হয়। যুগ্মসচিব (অডিট) বিষয়গুলো তদারকি ও যোগাযোগ করে নিষ্পত্তি করবে। ২। মন্ত্রণালয়ের আইন ও অডিট শাখা সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে প্রতিমাসে দ্বিপাক্ষিক/ত্রিপাক্ষিক সভা করবে এবং এ ধারা অব্যাহত রেখে আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। ৩। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা) সভাপতিত্বে বিআউব্লিউটিসিতে দ্বিপক্ষীয় সভা করতে হবে।
৫.	মামলা সংক্রান্ত ঃ	মামলার নোটিশ প্রাপ্তির পরই ওকালতনামা, আইনজীবী নিয়োগ, অনুচ্ছেদ ওয়ারি বক্তব্য তৈরি করে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর নিকট পৌঁছানো এবং Contempt of Court এর বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সংস্থা প্রধানগণ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যহত রাখছেন।	সংস্থা ভিত্তিক মামলা সভা করতে হবে।
৬.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত ঃ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। এছাড়াও বর্তমানে অত্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তাবায়িত ৩৮টি প্রতিশ্রুতি দ্রুত ও যথাসময়ে	১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের প্রদত্ত নির্দেশনার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে যথাযথভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে আরও সতর্ক হতে হবে।

		বাস্তবায়নের জন্য সভা থেকে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করা হয়।	২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি কোন অবস্থায় পেন্ডিং রাখা যাবে না। ৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে অত্র মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং কার্যকর ব্যবস্থা নিবে। ৪। সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়'কে অবহিত করবে। ৫। বিভিন্ন প্রকল্প এর সাথে সংশ্লিষ্ট মনিটরিং কর্মকর্তাগণ সার্বক্ষণিক প্রকল্প কাজের অগ্রগতি মনিটরিং/পরিদর্শন করবেন। ৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সমূহের মধ্যে কোন প্রতিশ্রুতি যদি বাস্তবায়নযোগ্য না হয় বা সে বিষয়ে কোন জটিলতা থাকলে তা জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।
৭.	মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সংক্রান্ত ঃ	মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সচিব মহোদয়কে অবহিত করতে হবে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ২ কার্যদিবসের পূর্বে দপ্তর/সংস্থা হতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। শাখাসমূহ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ২ কার্যদিবসের পূর্বে দপ্তর/সংস্থা হতে সংগ্রহ করে উক্ত প্রতিবেদন নিকোস ফন্টে (হার্ডকপি ও সফটকপি) মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করবে। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব সমন্বিত প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। ২। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সচিব মহোদয়কে অবহিত করতে হবে। ৩। পেন্ডিং থাকা ০৭টি আইনের বিষয়ে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
৮.	আইন বাংলায় অনুবাদ সংক্রান্ত ঃ	পেন্ডিং থাকা ০৭টি আইনের বিষয়ে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	ক) যে আইনগুলো এখনো বাংলায় যুগোপযুগি করে অনুবাদ করার কাজ শেষ হয়নি, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/শাখা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (খ) আইনগুলো অনুবাদের বিষয়ে সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে, সে সাথে বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক নিয়োগের খরচ স্ব-স্ব সংস্থাগুলো বহন করবে। (গ) আইন ও বিধি প্রণয়ন দ্রুত শেষ করতে হবে। প্রয়োজনে স্পেসিয়ালিস্ট এর মাধ্যমে কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।
৯.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ঃ	APA টিম এর সংশ্লিষ্ট ফোকাল পার্সন জনাব অনল চন্দ্র দাস (বাজেট) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা বিভিন্ন কার্যক্রম সন্তোষজনক রয়েছে এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অর্জনের চুক্তি সংস্থার সাথে স্বাক্ষরিত হয়েছে।	১। বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির ব্যাপারে আলাদাভাবে সভা করতে হবে। নিয়মিত তার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অগ্রগতি প্রতিবেদন সভাকে জানাতে হবে। ২। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশেষজ্ঞ পুল ও APA টিম প্রয়োজনীয়

			ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ৩। এ বিষয় মনিটরিং করতে হবে।
১০.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ঃ	(১) দপ্তর/সংস্থায় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ই-টেন্ডারিং, অনলাইন সেবা প্রদান, ই-ফাইলিং, উদ্ভাবনী ধারনা বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থাসমূহ জরুরী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (২) কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রতি মাসে মন্ত্রণালয়ের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচন করে তাদের নাম, পদবী ও ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করবে। স্কোরের ভিত্তিতে প্রতি বছর শুদ্ধাচার পুরষ্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	(১) দপ্তর/সংস্থায় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ই-টেন্ডারিং, অনলাইন সেবা প্রদান, ই-ফাইলিং, উদ্ভাবনী ধারনা বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থাসমূহ জরুরী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (২) কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রতি মাসে মন্ত্রণালয়ের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচন করে তাদের নাম, পদবী ও ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করবে। স্কোরের ভিত্তিতে প্রতি বছর শুদ্ধাচার পুরষ্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১১.	তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই)ঃ	তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক তথ্য সভায় উপস্থাপন করে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) এর আওতায় চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
১২.	অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত ঃ	অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি বিষয়ে যুগ্মসচিব (বাজেট) এর সভাপতিত্বে নিয়মিত সভা করা হয় মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত গ্রহণ ও নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়।
১৩.	মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং, ইনোভেশন ও ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত ঃ	ই-ফাইলিং কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এ ছাড়া ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, ইনোভেশন, ই-টেন্ডারিং কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সভায় আলোচনা হয়।	১। মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং বিষয়ে শাখাসমূহের প্রস্তুতকৃত বিভাজন অনুযায়ী মাসে স্কোর নিশ্চিতকরণ করতে হবে। ২। শাখা কর্মকর্তাগণ (সহঃ সচিব/সিঃ সহঃ সচিব/উপসচিব) প্রতি সপ্তাহে ১দিন(হতে পারে বুধবার বেলা ২.৩০ ঘটিকা) উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে কিনা তা প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনাপূর্বক নিশ্চিত করবেন। ৩। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ (যুগ্মসচিব ও তদুর্ধ) দিনে ২বার ই-ফাইলিং এ প্রবেশকরতঃ আগত নথি/ডাক নিস্পত্তি করছেন। ৪। শাখা ভিত্তিক পারফরমেন্স সকলের অবগতির জন্য মাসিক সমন্বয় সভায় প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জণের বিষয়ে শাখার কর্মকর্তাগণ সভাকে অবহিত করবেন। ৫। নিয়মিত সভার মাধ্যমে ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকী করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবে। ৬। ওয়েবসাটে প্রচারযোগ্য তথ্যাদি নিয়মিত আপলোড করতে হবে এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদ রাখতে হবে। সকল শাখা অধিশাখা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আইসিটি শাখাকে সহায়তা করবে।
১৪.	বিবিধঃ	আগামী ৪,৫,৬ অক্টোবর, ২০১৮ এ অনুষ্ঠিতব্য দেশব্যাপী উন্নয়ন মেলা আয়োজন ও অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে আলোচনা হয়।	ক) এ মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থার ১০ বছরের কার্যক্রম ও আগামীর কর্মপরিকল্পনা, সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জনগণের সম্মুখে তুলে ধরার নিমিত্ত দেশের সকল বিভাগ, জেলা,

			উপজেলার উন্নয়ন মেলায় স্টল নির্মাণ করে প্রদর্শণের ব্যবস্থা করবে; খ) কেন্দ্রীয় উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠানের পূর্বেই মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল দপ্তর/সংস্থাগুলো তাদের ওয়েবসাইটে সকল তথ্যাদি আপডেট করবে; গ) মেলার স্টলে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান তাদের সেবা, উত্তম চর্চাসমূহ, ই-সেবার বিষয়সমূহ উপস্থাপন এবং ইনোভেশন কার্যক্রমের তথ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থঅ গ্রহণ করবে। এছাড়াও সম্ভব হলে স্ব স্ব স্টল থেকে সেবা প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; ঘ) একাধিক দপ্তর/সংস্থার ক্ষেত্রে বিআইডব্লিউটিএ নেতৃত্বে দিবে/চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ নেতৃত্বে দিবে; ঙ) সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে; চ) স্টল স্থাপনের পর তার ছবি, ভিডিও ক্লিপ ও মেলা সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে ৭ দিনের মধ্যে সে সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।
		আগামী ৯,১০ অক্টোবর, ২০১৮ ঢাকায় Le Meridien এ **Second South Asia Maritime & Logistic Forum 2018,** (SAMLF-2018) দক্ষিণ এশীয় দেশসহ ২৮টি দেশ নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত আন্তর্জাতিক ফোরামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ উদ্বোধনের সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। এছাড়াও ভারত ও শ্রীলংকার মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গসহ ২৮টি দেশের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিবৃন্দ। এ ফোরাম আয়োজনকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১। উদ্বোধনী সেশনে ৮-১০ মিনিটের বাংলাদেশের নৌখাতে অর্জন ও সম্ভবনাময় দিক তুলে ধরে একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা এবং যা চবক এর অর্থায়ন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুত করা হবে। ২। আগত অতিথিরা, ৮ অক্টোবর ঢাকাস্থ পানগাঁও ICT ও চবক পরিদর্শণ করবেন। এবং যার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন চবক। ৩। দেশের নৌখাতের অর্জন ও সম্ভাবনা তুলে ধরে চবক ও নৌপবিহন অধিদপ্তর অনুষ্ঠান স্থলে স্টল স্থাপন করবে। ৪। ফোরাম অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বাংলাদেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরে সংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশের পর্যটনখাতের সম্ভাবনাময় দিক তুলে ধরে বেসরকারি বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করতে হবে।

২। পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বা/-
২২/০৭/২০১৮
(মোঃ আবদুস সামাদ)
সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

অঃ পৃঃ দ্রঃ

নং-১৮.০০.০০০০.০১৬.০৬.০০৪.১৬(অংশ-৪)-৫০ তারিখঃ ২৩/০৭/২০১৮ খ্রিঃ।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। চেয়ারম্যান, চবক/বিআইডব্লিউটিএ/বিআইডব্লিউটিসি/মোবক/বাস্থবক/পাবক/জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
২। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম।
৬। কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমি, জুলদিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম-৪২০৬।
৭। উপসচিব, টিসি ও বিএসসি/চবক/টিএ/বাজেট/জাহাজ/পায়রা/নৌশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৮। উপ-প্রধান, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৯। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, দক্ষিণ হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম-৪১০০।
১০। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
১১। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (বাস্থবক/প্রশাসন/বিএসসি/বাজেট), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
১২। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান, (পরিঃ-১/২/৩/৪/৫), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
১৩। সিস্টেম এনালিষ্ট/প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইডে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
১৪। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/প্রশাসন/বন্দর/সংস্থা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
২। যুগ্মসচিব, (মোবক ও বাস্থবক/চবক ও প্রশাসন/টিএ/বাজেট/জাহাজ ও উন্নয়ন/আইন ও অডিট/যুগ্মপ্রধান) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

২৩.০৭.১৮
(এ.টি.এম আজহারুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫১৫৫৫১